সংযুক্তি-১

আইনগত সহায়তা প্রদান সংশোধনী আইন, ২০০৫

ভূমিকাঃ আধুনিক, সভ্য, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইল ন্যায় বিচার ও আইনের আশ্রয় পাইবার সমান অধিকার। এই আদর্শিক ভিত্তি হইতে গড়িয়া ওঠা যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমাদের দেশে অনুসরণ করা হয়, তাহাতে বাস্তবে নানা কারনেই সকলের জন্য আইনের সমান সুযোগ নিশ্চিত নহে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩য় ভাগে ২৭ হইতে ৪৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। ৩১ নং অনুচ্ছেদেও আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের কথা বলা হইয়াছে। ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৩৩ আদেশে (১-১৬ বিধি) বর্ণিত মতে নিঃস্ব ব্যক্তি কর্তৃক মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪০ নং ধারার বিধান মতে আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সংবিধানের প্রয়োগ ও সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ করিয়া সহায় সম্বলহীন, হতদরিদ্র, বিচার পাইতে অসমর্থ জণগনের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৬ জানুয়ারী, ১৯৯৪ ইং তারিখে ৮ নং রেজ্যুলিউশন জারী করে। উক্ত রেজ্যুলিউশন বর্নিত বিধান পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় ১৯ মার্চ, ১৯৯৭ইং তারিখে ৭৪ নং রেজ্যুলিউশন জারী করে ও জারীকৃত রেজ্যুলিউশন রহিত করে। উহাও পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় আইনগত সহায়তা প্রদানের কার্যক্রমকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ পাশ করে। উক্ত আইনের ৭(ক) ধারার বিধান মোতাবেক ২৪ মে, ২০০১ তারিখে আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০০১ এবং আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০০১ প্রনয়ণ করা হয়। উপরে বর্নিত আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ একটি পূর্ণাঙ্গ ও সময়োপযোগী আইন হইলেও এই আইন প্রয়োগে বাস্তবে কিছু অসুবিধা পরিলক্ষিত হইতেছে। এমতাবস্থায় উক্ত আইনটি পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে এবং ইহা যুগোপযোগী করার নিমিত্তে আশু সংশোধন ও সংযোজন করা সমীচীন ও প্রয়োজন। সেই হেতু উক্ত আইনগত সহায়তা প্রদান আইন-২০০০ সংশোধন করার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হইল। প্রয়োজনীয় কার্যার্থে একটি নমুনা সংশোধনী বিল সংযোজনী “ক” হিসাবে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

ডঃ এম, এনামুল হক
সদস্য

বিচারপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সদস্য

বিচারপতি মোস্তাফা কামাল
চেয়ারম্যান

আইনগত সহায়তা প্রদান সংশোধনী আইন-২০০৫

সুপারিশমালা (Recommendation)

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ (২০০০ সনের ৬নং আইন) নিম্নলিখিত ভাবে সংশোধন করা হউকঃ-

(১) আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ (২০০০ সনের ৬নং আইন) এর ২ এর (ক) ধারার সংশোধনঃ- আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ এর ধারা ২ (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে--

ধারা ২ (ক)- "আইনগত সহায়তা" অর্থ আর্থিকভাবে অস□ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান, আইনজীবীর ফিস প্রদান, দেওয়ানী কার্যবিধি আইন, ১৯০৮ এর ৮৯-এ বা ৮৯-বি ধারা অনুযায়ী পরিচালিত মধ্যস্থতাকারী বা আরবিট্রেটরদের ফিস প্রদান ও তৎসহ আইনজীবীর ফিস প্রদানঃ

(২) আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ (২০০০ সনের ৬ নং আইন) এর ৭ এর (ঘ) ধারার সংশোধনঃ– আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ এর ধারা ৭ (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে––

ধারা-৭ (ঘ) আইনগত সহায়তা প্রদান সম্□র্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক প্রচারিত বাংলা সিনেমার মধ্যে ব্যাপক প্রচার, জনাকীর্ণ স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন, সিনেমা হলে ট্রেইলর প্রদর্শন এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে, সংবাদপত্রে ও রেডিওতে ব্যাপক প্রচার করা;

(৩) ২০০০ সনের ৬নং আইনের ৯(১)ঠ এর সংশোধন–উক্ত আইনের ৯(১)(ঠ) এর স্থলে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে––

ধারা-৯ (১) (ঠ)– জেলা কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক জেলার বেসরকারী স্বে□ছাসেবী সংস্থা (যাহারা আইন সম্□র্কিত সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সহিত সম্□ৃক্ত) হইতে ন্যূনতম তিন (৩) জন প্রতিনিধি মনোনয়ন ।

(৪) ২০০০ সনের ৬নং আইনের নতুন ধারা ৯(১)ঢ, ৯(১)ণ, ৯(১) ত সন্নিবেশ–উক্ত আইনের ধারা ৯ (১) দফা (ড) এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (ঢ),(ণ),(ত) সন্নিবেশিত হইবে। যথাঃ–

(ঢ) জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন আদালতের বিচারক (জেলা জজ পর্যায়ের কর্মকর্তা);

(ণ) জেলা তথ্য কর্মকর্তা;

(ত) জেলা কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক জেলার ধর্মীয় উপাসনালয় হইতে জেলার অধিক্ষেত্রের ভিত্তিতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি মনোনয়ন;

(৫) ২০০০সনের ৬নং আইনের ১০ (ঘ) ধারার সংশোধন–উক্ত আইনের ১০(ঘ) ধারার পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে–

ধারা ১০(ঘ) - আইনগত সহায়তা সম্□র্কে জনগনের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে মাসে কমপক্ষে ২ বার বিভিন্ন হাট-বাজার ও জনাকীর্ণস্থানে এবং সার্বজনীন উৎসবে বিশেষ বিশেষ স্থানে মাইকিং করা।

(৬) ২০০০ সনের ৬নং আইনের নতুন ধারা ১০ (ছ) এর সন্নিবেশ–উক্ত আইনের ধারা ১০(চ) এর পর নিম্নরূপ নতুন ধারা ১০(ছ) সন্নিবেশিত হইবে–

ধারা-১০ (ছ) জেলা কমিটির প্রতিটি সভায় উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রেরিত দরখাস্ত ও কার্যক্রম সম্□র্কে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(৭) ২০০০ সনের ৬নং আইনের নতুন ধারা ১৯(ক) সন্নিবেশ–উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর পর নিম্নরূপ নতুন ধারা ১৯(ক) সন্নিবেশিত হইবে–

ধারা-১৯ (ক) জেলা কমিটির চেয়ারম্যান জেলাজজ তাঁহার আদালতে কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্য হইতে ২জনকে (যাহাদের উপযুক্ত মনে করিবেন) আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র সংরক্ষণ ও তদারকের দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

২৪শে মে ২০০১/১০ ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ নীতিমালা নিম্ন লিখিত ভাবে সংশোধন করা হউকঃ-

২৪মে ২০০১/১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ নীতিমালার ব্যাখ্যা অংশে যেখানে বার্ষিক গড় আয় ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা লেখা আছে সেই স্থানে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকার স্থলে ১২,০০০ (বার হাজার) টাকা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪মে, ২০০১/১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮ প্রবিধানমালায় নিম্ন লিখিত সংশোধন করা হউকঃ-

২৪মে, ২০০১/১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮ প্রবিধানমালার প্রবিধান ৬ এর অধীনে উপপ্রবিধান (১) (ক) (৮) এর পরে নতুন ভাবে (৯) ও (১০) সংযোজিত হইবে। যথাঃ-

(৯) পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর ১০ ও ১৩ ধারার আওতায় অনুষ্ঠিত আপোষ নিস্□ত্তির (reconciliation) জন্য সর্বো□চ ৫০০.০০ টাকা;

(১০) দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৮৯-এ, ৮৯-বি ধারা অনুযায়ী মধ্যস্থতা বা আরবিট্রেশন পরিচালনার জন্য আইনজীবীকে সর্বো□চ ৮০০.০০ টাকা এবং মধ্যস্থতাকারী বা আরবিট্রেটরদেরকে সর্বো□চ ১০০০.০০ টাকা;